২৮/৮/২০০১

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভোরের কাগজ

শেরপুর ভিক্টোরিয়া একাডেমি থেকে ১৩৫ জন এসএসসি পরীক্ষায় বসেছিল। ঘটনাটা ১৯৯৫ সালের। পরীক্ষার ফল বের হলে দেখা গেলো সকলেই ফেল। ৬ বছর পর ২০০১ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে একটি সিলগালা করা প্যাকেট পৌঁছে সেই স্কুলে। প্রেরক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা। প্যাকেটের ভিতরে ১৯৯৫-এর পরীক্ষার্থীদের মার্কশিট। দেখা গেলো প্রাপ্ত নম্বরের হিসেবে পাঁচজন প্রথম বিভাগ, ১০০ জন দ্বিতীয় বিভাগ এবং ৭ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করেছে। ফেল করেছে ১৮ জন।

১৯৯৫ সালের কথিত ফেল করা পরীক্ষার্থী অনেকেই পরের বছর পরীক্ষা দিয়ে পাস করে যায়। মাঝখান থেকে সকলেরই খসে গেলো একটি শিক্ষা বছর। এদের কারো কারো একাধিক বছর। কেউ ইতি টেনেছে সেখানেই। ছয় বছর পর আকস্মিকভাবে পরীক্ষার মার্কশিট এসে অনেককেই অবাক করেছে। পত্রিকায় খবরও বেরিয়েছে। কিন্তু যাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে এতো বড়ো একটা ঘটনা ঘটলো তাদের আদৌ কিছু হয়েছে কিনা জানা গেলো না। এরা পার পেয়ে গেলে এ ধরনের ঘটনা আগের মতো হামেশাই ঘটবে। ভিক্টোরিয়া একাডেমির প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে এই দায়িত্বহীন কর্মকাণ্ডটির সঙ্গে যারা জড়িত তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

সুনামগঞ্জ প্রাইমারি টিচার্স ট্রেইনিং ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকরা বেঁকে বসেছিলেন নকলের সুযোগ না মিললে পরীক্ষায় বসবেন না। এই শিক্ষকদেরও যিনি শিক্ষক পিটিআই সুপার মতলুবুর রহমান ১২০ জন পরীক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকে মাথাপিছু ২ হাজার টাকা 'ফ্যাসিলিটিজ চার্জ' আদায় করেছেন। সবাই পুরো টাকা দিয়ে থাকলে ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা তার হাতে আসার কথা। দুস্থ দু-একজন পাঁচ-দশ টাকা কম দিতে পারেন। তবে 'ফ্যাসিলিটিজ' ধরনের চার্জের বেলায় বিশেষ রেয়াত সাধারণত থাকে না। ভিপি-জিএস প্রমুখ সাধারণ পদাধিকার বলে চাঁদা দেয় না, মতলুবুর রহমানের মতো শিক্ষক পেলে কিছু কমিশন আদায় করে থাকে। এই ইনস্টিটিউটে সম্ভবত এ ধরনের কমিশন প্রাপ্তি কারো ঘটেনি।

'সুবিধের চাঁদা' দেওয়ার পর নকল করার অবাধ সুযোগ না পেলে ক্ষিপ্ত হওয়ার কথাই। সুপার আশ্বাস দিয়েছিলেন টাকার বিনিময়ে সুবিধে থাকবে। কিন্তু প্রয়োজনীয় সুবিধে শেষ পর্যন্ত পায়নি বলে সঙ্গত কারণে পরীক্ষার্থীরা ক্ষেপেছে।

ফ্যাসিলিটি চাঁদা আদায়ের খবরটা পরীক্ষার্থীদের ক্ষিপ্ততার কারণে খবরের কাগজে চলে আসে। পরীক্ষার্থী শিক্ষকরা রেখে ঢেকে কথা বলেননি। খোলাখুলিভাবেই চাঁদা দেওয়ার ব্যাপারটা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন।

খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা ও পানছড়ি কলেজের প্রায় ৬০০ পরীক্ষার্থীর প্রত্যেকের কাছ থেকে ৫ থেকে ৭ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে। টাকা নিয়েছেন প্রভাষক, অধ্যক্ষ এবং নেতাগণ। কাজেই নকল করলে অসুবিধে কোথায়? কেবল দীঘিনালা ও পানছড়ি নয়, সারাদেশে হাতে গোনা কিছু সংখ্যক কলেজ বাদে এই 'সুবিধের চাঁদাবাজি' চলছেই। 'ফ্যাসিলিটিস ফি' আদায় বন্ধ করতে না পারলে নকল কেবল বহিষ্কারে বন্ধ হবে মনে করার কারণ নেই। গত এইচএসসিতে বহিষ্কার হয়েছে

এবং চলাফেরার সময় কিছুটা হয়। এদের মধ্যে কারো কারো বুক ধড়ফড়, রক্তচাপ কমে রা, মানসিক বিক্রান্তি হওয়া, খা, পেটে ব্যথা, হাত-পায়ের করা এবং এই উপসর্গ যখন তখন রোগী অজ্ঞানও হয়ে ার কেউ কেউ কানে কম বা একেবারেই বধির হয়ে ৩ছে কিছু ক্ষেত্রে কার্বন হস্পোর ফলে সুপারফিশিয়াল বহা হতে পারে। একুইউট জর্জতিরিক্ত মাত্রায় হয় তখন হৃদ য়া। অনেক সময় এট্রিও মহ সৃষ্টি হওয়ার ফলেও নাড়ির নুরপারে। এমনও দেখা গেছে নিঃালীতে কোনো বদ্ধতা না থাকা অব্ক হয়ে যায়।

সং **কেন এতো ক্ষতিকর**
পাঁ মাগ্লোবিন নামক একটি পদার্থ শি গ্লাবিনের কাজ হচ্ছে ফুসফুস প্রভ অ সংগ্রহ করে দেহ কোষে পৌঁছে ব্যা ন জীবন রক্ষার জন্য একটি কার্ক পদার্থ। অক্সিজেনের অভাব দখ বাঁচতে পারে না। কিন্তু কি কার্বন মনোক্সাইডের প্রতি গ্রে মাসক্তি বেশি- যার ফলে রক্তে কা ক্সাইড প্রবেশ করে তাহলে এই নম্ব অতি তাড়াতাড়ি

মেরামত কারখানায় অথবা যে সব কার্বন মনোক্সাইড তৈরি হয় এরূপ হঠাৎ করে অস্বস্তি অনুভব করতে উপরে বর্ণিত উপসর্গসমূহে আক্রান্ত বলেন, তাহলে তাকে দ্রুত যে কো হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে ধূমপায়ীরা মাথাব্যথাসহ উপরে বর্ণি উপসর্গসমূহ অনুভব করেন তাদের ত্যাগ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।
এ ধরনের উপসর্গ অনুভূত হলে ড যাওয়া উচিত এবং বিভিন্ন পরীক্ষা জেনে নেওয়া উচিত যে তার শরীর মনোক্সাইডের আধিক্য ঘটেছে কি আমাদের দেশে রক্তে কার্বোক্সি হি মাত্রা পরিমাপ যন্ত্র আছে কিনা আ নেই।

চিকিৎসা
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে লম্বা স পর যদি গাড়ির প্রতিটি আরোহী হ কষ্ট অনুভব করেন, যদি বুক ধড়ফ মাথাব্যথা, বমিবমি ভাব হয় অথব কিংবা অজ্ঞান হয়ে যান, তবে তা তাৎক্ষণিকভাবে যে কোনো হাসপা স্থানান্তরিত করতে হবে এবং উচ্চ অক্সিজেন দিতে হবে।
কিছু সময়ের মধ্যে পরপর ২-৩টি দেখতে হবে উপসর্গসমূহ হার্ট এ্যা না কার্বন মনোক্সাইডের জন্য।

চ্যা...
বিশ, মাখন, ডিম, মাছের তেল, লিভার মড়া ইত্যাদি।
সিখের দৃষ্টি শক্তি রক্ষা। ত্বকের সুস্থতা, আ তিরোধ।
ক **ত রোগ :** রাতকানা, কর্নিয়া নষ্ট হয়ে দে এক সময়ে অন্ধত্ব। বাংলাদেশে অন্ধত্বের ভা ণ হচ্ছে ভিটামিন 'এ' এর অভাব। এ এম সনালী ও পরিপাকতন্ত্রে প্রদাহ হয়ে করে
সর **উ**
(যুগ, ডিম, মাছ, লিভার, মাছের তেল, সূর্যের প্রতি
পা স্থি ও দাঁতের গঠনে সাহায্য করে।
দুই ত রোগ : শিশুদের রিকেট হয় ও দাঁত ঠে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে হাড়ের ক্ষয়পূরণ এই য় ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পায়।
প্রভা **সি**
বিশ্ব জাতীয় ফল, যেমন কমলালেবু, আঙ্গুর, নকল আমলকি, পেয়ারা টমেটো ইত্যাদি।
একও **ত রোগ :** সুস্থ থাকা ও ক্ষতস্থান হওয় াহায্য করে। দাঁতের মাড়ি ফুলে রক্ত চাচা স্কার্ভিরোগ বলে।
বছর **বি১**
বি বি কি ছাঁটা চাল, শিমের বিচি, সব ধরনের একটি
মারে ীরে খাদ্যের বিপাক প্রক্রিয়ায় সাহায্য চেপে
মেতে ত রোগ : **হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের ক্ষতি হয়ে** লোক ক বেরি বেরি রোগ বলে।
তাকে **বি২**
জ শাকসবজি, চাল, ডিম, দুধ ইত্যাদি।

ডায়

সম্প্রতি অস্ট্রিয়ার ভি 'ইউরোপিয়ান কংগ্রে ২০০১' অনুষ্ঠিত হয় অতিরিক্ত ওজন ও ড ব্যবস্থাপনায় নতুন ত প্রকাশিত হয়।
টাইপ ২ ডায়াবেটিস রোগ। সারা বিশ্বে প্র শতাংশ রোগী এ রো টাইপ ২ ডায়াবেটিস বিপাকজনিত রোগ য দেহে খাদ্যের বিশেষ জাতীয় খাদ্যের বিঘ্নি ধরনের রোগীর প্যান (অগ্ন্যাশয়) থেকে যে হয়, পরিমাণে তা প রোগীর মেদবাহুল্যে শর্করার পরিমাণ যথ করতে পারে না।
অতিরিক্ত ওজনই টা ডায়াবেটিসের প্রধান দেহের ওজন বাড়ে, ইনসুলিনের কার্যকা